তারিখ ... 24 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১...৬... কলাম ...১...

সংবাদ

মেধা বৃত্তির সংখ্যা বেড়েছে ২৩ হাজার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে অনুদান বা টাকার অংক। প্রাথমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই বৃত্তির সংখ্যা ও আর্থিক অনুদানের পরিমাণ বাড়ছে। ঝরে পড়া হ্রাস ও বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ধরে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও এবতেদায়ী, জেডিসি, এসএসসি, দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে মেধা ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে বৃত্তির সংখ্যা ও অনুদানের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। সবমিলিয়ে বৃত্তির সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২৩ হাজার। এর মধ্যে এবতেদায়ীতে ১০ হাজার শিক্ষার্থীর স্থলে ১৫ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি ও পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর স্থলে সাত হাজার ৫০০ জনকে মেধাবৃত্তি ক্যাটাগরিতে বৃত্তি, জেডিসি'র দুই হাজারের স্থলে তিন হাজার মেধাবৃত্তি ও চার হাজারের স্থলে ছয় হাজার সাধারণ ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেয়া হবে।

আর এসএসসিতে দুই হাজারের স্থলে তিন হাজার মেধা বৃত্তি ও ১৫ হাজারের স্থলে ২২ হাজার ৫০০ জনকে মেধা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

মেধা : বৃত্তির সংখ্যা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ ক্যাটাগরিতে এবং সমমানের মাদ্রাসার দাখিলে ৪০০ জনের স্থলে ৬০০ জনকে মেধা ক্যাটাগরি ও ৫০০ জনের স্থলে ৭৫০ জন ছাত্রছাত্রী সাধারণ ক্যাটাগরিতে উপবৃত্তি পাবে।

২০১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরের সকল শ্রেণীতে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে 'অটিস্টিক উপবৃত্তি'। এর ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর অধ্যয়নরত মেধাবী অটিস্টিক শিক্ষার্থীরা নিয়মিত উপবৃত্তি সুবিধা পাবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতীয় উপবৃত্তি, অন্ধ ও প্রতিবন্ধী এবং পেশামূলক উপবৃত্তির সংখ্যা ও অনুদানের পরিমাণও পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতক (অনার্স ও পাস) ও সমমান স্তরেও উপবৃত্তির আওতা বাড়ানো হচ্ছে। এর মধ্যে খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, তফসিলী (হিন্দু), শশস্ত্র বাহিনী, উপজাতি (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী), দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি ও অটিস্টিক ব্যাতিত) এবং অটিস্টিক এর জন্য প্রায় সাড়ে তিন হাজার উপবৃত্তি বাড়ানো হয়েছে।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) পরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সংবাদকে বলেন, 'দেশে প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু বৃত্তির টাকা ও সংখ্যা আগের মতোই রয়েছে। বৃত্তির সংখ্যা ও অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চলছে। এবার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে।'

ড. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'বৃত্তি বাড়ানো শিক্ষাখাতে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমরা আশা করি। এর আওতা বাড়ানোর কারণে অনেক শিক্ষার্থী সুবিধা পাবে। আর্থিক অনুদান বৃদ্ধিতে মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। হ্রাস পাবে ঝরে পড়ার হার।'

জানা গেছে, ২০১৬ অর্থবছর থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সারাদেশে অতিরিক্ত আরও ৪১ হাজার ৪০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হবে। এ জন্য সম্প্রতি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে মোট ৮২ হাজার ৫০০ জনকে মাসিক বৃত্তি দেয়া হবে।

প্রাথমিক স্তরে (তিন বছর মেয়াদি) দুটি ভাগে বৃত্তি দেয়া হয়। এর মধ্যে মেধাবৃত্তি (ট্যালেন্টপুল) ২২ হাজার ও সাধারণ বৃত্তি ৩৩ হাজার, যা মোট ৫৫ হাজার। ৫৫ হাজারের স্থলে নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে সারাদেশে ৮২ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হবে। প্রাথমিকের মোট বৃত্তির মধ্যে ৩৩ হাজার ৫০০টি মেধাবৃত্তি এবং ৪৯ হাজার ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী পাবে সাধারণ বৃত্তি।

পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার মাধ্যমে বর্তমানে বৃত্তিপ্রাপ্তদের এককালীন ১৫০ টাকা দেয়া হয়, এবার তা ২২৫ টাকা করা হয়েছে। মেধাবৃত্তিপ্রাপ্তরা প্রতি মাসে ২০০ টাকার স্থলে বেড়ে ৩০০ টাকা ও সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তরা মাসিক ১৫০ টাকার স্থলে ২২৫ টাকা পাবে। এছাড়া সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তদের মাসিক ছিল ১৫০ টাকা, যা এখন নির্ধারণ করা হয়েছে ২২৫ টাকা।

অষ্টম শ্রেণির জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেও দুই ক্যাটাগরিতে উপবৃত্তি (দুই বছর মেয়াদী) দেয়া হয়। এই দুই ক্যাটাগরিতে দেশে ৩০ হাজার ৮০ ছেলেমেয়ে জুনিয়র বৃত্তি পায়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে তা বাড়িয়ে ৪৬ হাজার ২০০টিতে উন্নীত করা হচ্ছে। মেধাবৃত্তির সংখ্যা ৯ হাজার ৮০০ থেকে বাড়িয়ে ১৪ হাজার ৭০০ এবং সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা ২১ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৩১ হাজার ৫০০টি পূণ:নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাউশি'র কর্মকর্তারা জানায়, আগে মেধাবৃত্তি হিসেবে ছাত্রছাত্রীরা এককালীন ৩৭৫ টাকা আর প্রতি মাসে ৩০০ টাকা পেত। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে তারা এককালীন ৫৬০ টাকা ও মাসে ৪৫০ টাকা হারে বৃত্তি পাবে। সাধারণ ক্যাটাগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্তরা আগে এককালীন ২২৫ টাকা ও মাসে ২০০ টাকা পেত। নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে এককালীন ৩৫০ টাকা ও প্রতি মাসে ৩০০ টাকা হারে বৃত্তি পাবে।

মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি প্রসঙ্গে 'তপসিলী উপবৃত্তির আবেদন যাচাই-বাছাই' কমিটির সদস্য সচিব ও মাউশি'র মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা চন্দ্র শেখর হালদার জানায়, 'সাধারণ ক্যাটাগরিতে দেশের প্রত্যেক ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড থেকে দু'জন ছেলে ও দু'জন মেয়েকে সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে সাধারণ বৃত্তি এবং প্রতি উপজেলায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতি ১০০ জনের একজনকে মেধাক্রম অনুসারে মেধা বৃত্তি দেয়া হয়।

তবে কোন এলাকায় উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলে ওই বছরের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফল অনুযায়ী একটি মানদন্ড ঠিক করে উপবৃত্তি দেয়া হয়।'

জেএসসি পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়ের নম্বর বাদ দিয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বরের ওপর ভিত্তি করে উপবৃত্তি দেয়া হয়। জুনিয়র বৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীরা কেবল নবম ও দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নের সময় পেয়ে থাকে।